[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

ঘটনার পরদির রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফ’কে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেওয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ১২ দিন পর বিএসএফ লাশ দুটি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিজিবিকে পতাকা বৈঠকের আমন্ত্রন জানায়। বিএসএফের আমন্ত্রনে পতাকা বৈঠকে সারাদেয় বিজিবি।

আজ বুধবার বিকালে দেশের বাড়াদী-ভারতের গোবিন্দপুর সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলার সংলগ্ন শূন্য রেখায় দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে ভেস্তে যাওয়ায় লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উপ-সহকারী পরিচালক হায়দার ও বাড়াদী বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা সহ সঙ্গীরা এবং ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুরের বাড়াদী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার বাপ্পীন মুখার্জী ও কর্মকর্তা সহ সঙ্গীরা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আইনী জটিলতায় অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক হতে লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

জীবননগরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ে জরিমানা

জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামে ফসলি জমির জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করায় তিনজনকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

করে এই জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবননগরের সুটিয়া গ্রামে যান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র। এসময় ফসলি জমির মাটির কাটার প্রমাণ পান তিনি।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ আইন) ২০০৯ এর ৯৮(৩) ও ৮৯(২) ধারায় সুটিয়া গ্রামের মো. আজিজুল হককে ১৫ হাজার টাকা, জাহিদুল হককে একই ধারায় ১০ হাজার টাকা এবং আতিয়ার রহমানকে একই ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন জীবননগর থানা পুলিশ।

জাতীয় দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হলেন মিঠুন

ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ ও মাই টিভির প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ।

আজ বুধবার বিকালে দৈনিক নাগরিক ভাবনার সম্বপাদক ও প্রকাশক আফরোজা সিদ্দিকা স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি হাতে তুলেদেন ।

দৈনিক নাগরিক ভাবনার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হওয়ায় মিঠুন মাহমুদকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন,কালের কন্ঠর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মানিক আকবার,সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহফুজ মামুন,নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক,ডিবিসি নিউজের জেলা প্রতিনিধি সেলিম হোসেন,যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি জিসান আহম্মেদ,এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি অনিক চক্রবর্তী,দৈনিক আজকের পত্রিকার জেলা মেহেরাব্বী সানভি,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম,আর বাবু,সাধারন সম্পাদক

কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন,দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল,দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার জীবননগর ব্যুরো মাজেদুল মিল্টন, নবচিত্র পত্রিকার জীবননগর প্রতিনিধি চাষী রমজান,দৈনিক আকাশ পত্রিকার মুতাসিন বিল্লাহ,দৈনিক গ্রামের কাগজ পত্রিতার তুহিনুজ্জামান,দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার মহেশপুর প্রতিনিধি আব্দুর রহিম।

দামুড়হুদায় নকশী কাঁথা ট্রেনের স্টপেজ পুনর্বহাল দাবিতে জনসমাবেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনে নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের আপ-ডাউন যাত্রাবিরতি পূর্ণবহালের দাবীতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবারো মানববন্ধন করেছে। আজ বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আয়জনে জয়রামপুর রেল স্টেশনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রনটি শেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এই জয়রামপুর রেল স্টেশনে থামতো এবং এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা কৃষি পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে বিপুল জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু হঠাৎ বিধিবাম, এই ট্রেনের ঢাকাগামী নতুন সংস্করণ নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের প্রকাশিত নতুন যাত্রাবিরতি সিডিউলে জয়রামপুর রেল স্টেশনকে বাদ রাখা হয়েছে। যার ফলে চলতি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে আর নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি থামছেনা। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে যাতায়াত করা লক্ষাধিক মানুষের ব্যাবসা বানিজ্য, চাকুরি, চিকিৎসা ও আত্মীয়তায় অবর্ণনীয় ছাপ

পড়েছে এবং মানুষ ইতিমধ্যেই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ দুর্ভোগ নিরসনের জন্য গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩ইং তারিখে বিপুল সংখ্যক মানুষ জয়রামপুর রেলওয়ে প্লাটফর্মে একটি মানববন্ধন করে এবং গত ২৯শে নভেম্বর পাকসি আঞ্চলিক রেল ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের গনদুর্ভোগের বিষয় জানিয়ে একটি গন পিটিশন দাখিল করে জয়রামপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহবায়ক লাজিব আক্তার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এবং কুকিয়া চাঁদপুর আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, উপদেষ্টা নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, আনোয়ারুল মাস্টার, উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, কো সমন্বয়ক ও পড়শি’র সভাপতি মোঃ হানিফ, হুমায়ুন আহম্মদ ডাবলু প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ট্রেনের জন্মলগ্ন থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে গোয়ালন্দ মেল ট্রেনটি থামতো, কিন্তু এ মাসের প্রথম দিন থেকে ট্রেনটি আর জয়রামপুর স্টেশনে থামছেনা। জয়রামপুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা, জয়রামপুর হাঁট, কেরু এন্ড কোম্পানির আখ সেন্টার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী সহ পথচারীরা এই রেল স্টেশনের উপর দিয়ে চলাফেরা করে।
এই স্টেশনে নেই কোন গেটম্যান, ফলে মাঝে মধ্যেই ট্রেনে কেটে মানুষ, পথচারী, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়ে নিহত হচ্ছে। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন অচিরেই যদি পুনরায় নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি জয়রামপুর স্টেশনে না থামানো হয় তাহলে আগামীতে স্থানীয় ও এলাকার জনগণ নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সারারাত স্ত্রীর লাশ পাহারা,

সকালে পুলিশকে জানায় সে আত্নহত্যা করেছে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় খাদিজা খাতুন নামের এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ‘হত্যার’ অভিযোগে স্বামী আলম হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার মধ্যরাতে পৌর এলাকার কলেজপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। তার তথ্যে সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ময়নাতদন্তের জন্য ওই গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর আগে, সকালে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিহতের পরিবারের সদস্যরা পুলিশের উপর চড়াও হয়। পরে থানার ওসিসহ অতিরিক্ত ফোর্স ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

নিহত গৃহবধূ খাদিজা খাতুন (২৭) সে উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কৃষি-ক্লাব পাড়ার ভিকু মিয়ার মেয়ে। অভিযুক্ত স্বামী আলম হোসেন (৩২) একই উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ১ বছর আগে প্রেমে জড়িয়ে খাদিজা-আলমের বিয়ে হয়। এটা দুজনেরই তৃতীয় বিয়ে। খাদিজা তার স্বামীর সঙ্গে পৌর এলাকার কলেজপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। বুধবার দিবাগত রাতে নিহত খাদিজার স্বামী তাকে মারপিট করে গলাঁয় ফাঁস লাগিয়ে রুমের জানালার গ্রিলে ঝুঁলিয়ে রাখে। সারারাত লাশ পাহারা দিয়ে ভোরে প্রতিবেশীদের জানায়, তার স্ত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে। তারপর সে নিজেই থানায় উপস্থিত হয়ে স্ত্রীর আত্নহত্যার ঘটনাটি জানায় পুলিশকে।

নিহতের ভাই আব্দুস সামাদ অভিযোগ করে বলেন, তার বোনকে এর আগেও আলম ও তার পরিবারের লোকজন যৌতুকের জন্য নির্যাতন করেছিলেন। এমন ঘটনার পরই গত দু’মাস কলেজপাড়ার একটি বাসা ভাড়া নিয়ে দুজনে বসবাস করত। এবার তার বোনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

নিহতের মা আশুরা বেগম অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ে দুই মাসের অন্তঃসত্তা ছিল। প্রথম পক্ষের মেয়ের বয়স যখন পাঁচ মাস তখন ডিভোর্স হয়। গত এক বছর আগে আলমের সঙ্গে বিবাহ হয় খাদিজার। বিয়ের পর থেকে ছোটখাটো বিষয়ে মেয়েকে মারধর করতো স্বামী আলম ও তার

পরিবারের সদস্যরা। আজ রাতে যে কোন সময় তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রেখেছে তারা। আমি সুষ্ঠ বিচার চাই।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, সকালে আলম নিজেই আমাদেরকে জানান, তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাদিজার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি। প্রাথমিক ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়া লন্টুর গণসংযোগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেছেন সাবেক এমপি মীর্জা সুলতান রাজা’র ছোট ভাই স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনা, উথলী, জীবননগর সহ বিভিন্ন স্থানে দিন ব্যাপী গণসংযোগ করেছেন তিনি। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু ঢেঁকি প্রতিক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ভোটারদের কাছে যেয়ে কুশল বিনিময় ও লিফলেট বিতরণ করে এবং ব্যনার, ফেস্টুন, পোস্টার ও মাইকিং সহ বিভিন্ন ভাবে নির্বচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি বলেন, আমার প্রয়াত বড় ভাই আমার আপনার নেতা সাবেক এমপি মীর্জা সুলতান রাজা ভাই সবসময় এই এলাকার জনগণের শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে গেছেন। আজ তিনি জীবিত নাই। তাই আপনারা যদি আপনাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে আমাকে জয়যুক্ত করে আপনাদের ও এই এলাকার এবং এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ দেন তাহলে আমি

দেখিয়ে দিতে চাই যে, সৎ ইচ্ছা থাকলে একজন এমপি এলাকার উন্নয়নে কতটা কাজ করতে পারে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। কিন্তু যদি কোন একটি স্বার্থান্বেষী মহল চাই যে, সে বা তারা এই স্বাধীন দেশের মানুষকে জিম্মি করে, মামলা হামলার ভয় দেখিয়ে আটকে রাখবে তাহলে সেটা ভুল ভাবছেন। আমরা যুদ্ধ করেছি দেশ ও দেশের মানুষের জন্য। আজ যদি সেই মানুষের কল্যানে কাজ না করতে পারি তাহলে কেমন নেতা আমরা? আমাদের প্রত্যেকটা নেতার উচিৎ মানুষের কল্যানে কাজ করা। তাই আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একতাবদ্ধ ভাবে এই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনকে পরিবর্তন করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল মাদক ও দুর্নীতি মুক্ত একটি এলাকা গড়ি।

এসময় তার সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভি.পি ও সাবেক জি.এস আবু সাঈদ হাসান, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আমির হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল উদ্দীন সান্টু, আওয়ামী লীগ নেতা- আব্দুল বারি, ফারুক হোসেন, এম.এ ফয়সাল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম জোয়ার্দার; মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন; চিথলিয়া ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এনামুল হক; বহলবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান; তালবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ফসলের জমিতে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রয়ের

অভিযোগ

আলমডাঙ্গার যাদবপুরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে মাটি খাদক রঞ্জুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে কৃষককে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নামে মাটি নেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলেরও।

তবে নগদ টাকা পেতে অনেক কৃষক স্বেচ্ছায় মাটি বিক্রি করছেন বলেও জানা গেছে। এভাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি কাটায় জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। এসব মাটি পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও লাটাহাম্বা গাড়িগুলো সদ্য নির্মিত গ্রামাঞ্চলের সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলোতে দ্রুত গতিতে যাতায়াত করায় মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় কুমারী ইউনিয়নে ৩ টি ইটভাটা রয়েছে। মৌসুমে তিনটি ইট ভাটায় কয়েক লাখ ঘন মিটার মাটির প্রয়োজন হয়। এসব মাটির চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জু পরিত্যক্ত পুকুর ও সালিন জমিতে খনন করে মাটি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ইট ভাটায় বিক্রি করেন। বিভিন্ন সময় উপজলা প্রশাসন জরিমানা করলেও পূণরায় আবারো তিনি মাটি ব্যবসায় জরিয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে গত কয়েকদিন আগে ভূমি দস্যু রঞ্জু উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের হাজী মঙ্গল বিশ্বাসের ছেলে আকুব্বার বিশ্বাসের সালিন ধান চাষের জমিতে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে। এছাড়া গাড়িতে মাটি পরিবহনের নামে রাস্তায় ধুলা-কাঁদা মাটিতে সড়কে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠছে। আশেপাশের বাড়িতে ধুলা-বালির কারণে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বসতবাড়িতে থাকা ছোট শিশুরাও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছে।

এ বিষয়ে মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জুর সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, মাটি কাটার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করেন।